যুগান্তর

২০/৩/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হইতেছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শনি যেন বেশ ভালভাবেই ভর করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকিবে কিন্তু ক্লাস হইবে না। উপাচার্য পণ করিয়াছেন যাহাই ঘটুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হইবে। বৃহস্পতিবার সচেতন ছাত্রসমাজের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ন ১ ঘটিকা পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট পালিত হইয়াছে। এই সংগঠনটি বলিয়াছে, ক্লাস শুরু করা না হইলে তাহারা প্রয়োজনে আমরণ অনশন ধর্মঘট পালন করিবে। অন্যদিকে নির্বাচনের পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সচল হইতেছে না মর্মে যুগান্তরে খবর ছাপা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখিবার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের তেমন কোনও শিরঃপীড়া আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে অস্ত্র উদ্ধারের নামে এক ধরনের তামাশা চলিতেছে। জিয়া ও সূর্যসেন হলে তল্লাশি চালাইয়া তাজা গুলি ও শটগান উদ্ধারের একদিন পর গতকাল এসএম হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে বন্দুকযুদ্ধ হইয়াছে। অথচ মাত্র একদিন পূর্বের অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে ছাত্রলীগের মন্তব্য ছিল পুলিশ নাকি নিজেরাই রাখিয়া উহা উদ্ধার করিয়াছে। এই ধরনের অস্বস্তিকর ও প্রহসনমূলক অবস্থা একটি গণতান্ত্রিক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অব্যাহতভাবে চলিতে পারিতেছে ইহা ভাবিতেও অবাক লাগে। যে কোনও মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখিবার প্রশ্ন সরকারের নিরপেক্ষতা বিতর্ক ও নির্বাচনের ডামাডোলে হারাইয়া যাইতে পারে না। যানজট নিরসন কিংবা বুড়িগঙ্গার অবৈধ দখল উচ্ছেদের চাইতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা অনেক বেশি জরুরি। এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় হয় বন্ধ না হয় অচলাবস্থা বিরাজ করিতেছে। সত্য বটে, ইহা অসুস্থ রাজনীতির ফসল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিবে, তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। এইখানে দেখা যাইতেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পর অচলাবস্থার শুরু। নিজ দলীয় সরকারের আনুকূল্যে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে যে কর্তৃত্ব কায়েম করিয়াছিল ছাত্রদল উহা পুনরুদ্ধারে তৎপর হয় ১৫ জুলাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই। সেই হইতে পরিবেশ বিস্ফোরণোন্মুখ। ভয়ে-আতঙ্কে ক্যাম্পাস এখন ক্রমেই ছাত্রছাত্রী-শূন্য হইয়া পড়িতেছে। ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় মোট ৪২২টি পরীক্ষা স্থগিত রাখা হইয়াছে। আশঙ্কা, ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের শিক্ষা জীবনের অন্তত একটি বৎসর হারাইতে যাইতেছে। ভিসিকে বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতানুসারী হিসাবে দেখিবার ঘটনা নূতন নয়। অতীতেও ইহার নজির রহিয়াছে। ইহা বড় পীড়াদায়ক যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ শিক্ষকদের ভাবমূর্তি মোটেই উজ্জ্বল নয়। ছাত্র ও শিক্ষকরা রাজনৈতিক দলের মতোই বিভিন্ন শিবিরে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইহার মূলে রহিয়াছে '৭৩ সালের বিতর্কিত অধ্যাদেশ। পরাধীন যুগে আইয়ুব খানদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের অক্টোপাশ হইতে মুক্তির দর্শন নিহিত ছিল ওই অধ্যাদেশে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই অধ্যাদেশের খারাপ পরিণাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সেই কারণে তিনি অধ্যাদেশ জারি করিতে রাজি ছিলেন না বলিয়া জানা যায়। সকলেই স্বীকার করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোক্রেসির চেয়ে ম্যারিটোক্রেসি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় যাহাতে মেধার পরিবর্তে দলাদলি উৎসাহিত হয়। কিন্তু ওই অধ্যাদেশ ঠিক সেই অকাজটিই করিতেছে। ইহা অপনোদনে অধ্যাদেশটির অবলোপন অনিবার্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উহা দায়িত্ব না হইলেও পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যে উহা করিবে উহার ভরসা কি? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও এই ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অসহনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের উচিত হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ লওয়া। ভিসি ইতিপূর্বে একটি পরিবেশ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশিত। বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া দেওয়ার কাজটি সর্বাগ্রে সম্পন্ন হওয়া উচিত।